হাইব্যা চোরার মেম্বারী

দিগন্ত বড়ুয়া

কিছু লিখতে গেলে কিছু পড়তে হয়। কিছু বলতে গেলে কিছু জানতে হয়। তার কোনটাই একে অন্যের সাথে যোগাযোগ বীহিন হলে রাম ছাগলের কাহীনি বা আড্ডা হয়ে যায়। আর এই রাম ছাগলের আড্ডায় বা কাহীনি পড়ার কোনটাতেই মন যায় না আজকাল। রাম ছাগল দেখতে কি রকম আমি জানি না। ছোট বেলায় বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেবার সময় কোন বন্ধু কোন বিষয় নিয়ে কথা বললে সেই কথা ও তার প্রাসঙ্গিক সব কিছুর সাথে না মিললে, বা কোথাও কোনো ছল ছাতুরীর লক্ষন দেখলে বলে উঠতাম আরে বেটা রাম ছাগলের মতো কথা বলছিস কেন ? তবে ইদানিং নেটের কল্যানে সেই রাম ছাগলেরা আবার হাজির। হায় হায়রে... রাম ছাগল বলে আমি কি আবার শালীনতার বাইরে চলে যাচ্ছি না তো ! নাকি ভদ্রতার বাইরে চলে যাচ্ছি ? বুঝতে পারছিনা। খুনি, চোর বাটপার ধর্ষক অত্যাচারীদের কিন্তু মান সম্মান বোধ প্রবল ! খুনিকে খুনি বলা যাবে না, চোরকে চোর বলা যাবে না, ধর্ষককে ধর্ষক বলা যাবে না, জন্তুকে জন্তু বলা যাবে না। বললে মানে লাগে, চোরা সম্মানটা ছিদ্র হয়ে যায়। ছোট বেলায় বড়রা বলতে শুনেছি চোরকে চোর বললে ক্ষেপে যায়। মন্দকে মন্দ বললে ক্ষেপে যায়। কি এক মহা জ্বালা, সেই ছোট বেলায় শুনে ও মনে রাখতে পারি নাই। বয়স বাড়ার কল্যানে মাথা ভোতা হয়ে যাচ্ছে নাতো আবার !

কথাটা একদম খাটি মনে হয়, জ্ঞানীদের মনে আলো জ্বলে আর চোর বাটপার খুনি জন্তুদের চোখে মুখে আগুন জ্বলে। কোন মানে কিন্তু বুঝে লিখছি না, যেমন রাম ছাগলেরা পুথি রচনা করে যায়। আমিও তেমন করে কয়লাইন লেখা দাড় করাতে চাইছি। আবদুল ওহাব কে আমাদের লোকালে হাবি বলে সবাই চিনে জানে। আঞ্চলিক ভাষার টানে সবাই বলতো হাইব্বা। তার সাতটি বৌ। ছেলে মেয়ে এক ঝাঁক। চুনের ফোটা দিয়ে গুনতে হতো। তার আয়ের এক মাত্র উৎস ছিল গরু ছাগল । অনেক গুলো গরু ছাগন ছিল তার। সে গুলো পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত আর তার গোটা চার পাঁচ মেয়ে ও কয়েক ছেলে মিলে দেখা শোনা করতো। সে নিজে দিন মজুরী করতো নয়তো তার নিজের ক্ষেতে কাজ করতো। তার প্রথম বৌয়ের ছেলে দুটি ঠেলা গাড়ী চালাতে চালাতে কি করে যেন ডাকাত দলে ভীরে যায়। ডাকাতি করে কয়েক বছর পরে বেশ পয়সা কড়ি করে তার ছেলেরা ডাকাতের নাম ঘোচাতে হাইব্বাকে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার পদের জন্য প্রার্থী করে। ভোটের জন্য এ পাড়া ও পাড়া করছে তার ছেলেরা ও তার বাড়ীর আশে পাশের কিছু লোক জন। যেখানেই যায় সেখানেই বলে ওরা কোন প্রার্থীর লোক ? সবাই বলতো হাইব্যা চোরার জন্য ভোট মাগতে আসা লোক। হাইব্যার ছেলেরা যখন জানলো তার বাপ চুরি না করেও লোকে চোর বলছে

তখন তারা বড় গ্রামটায় মিটিং ডাকল । মিটিং এ নানা পদের খানা পিনা নিয়ে যথা সময়ে তারা হাজির। মিটিং শুরু হলো। হাইব্যা বলল ভাই আমি তো কোনো দিন চুরি করি নাই আমাকে চোর বলা হচ্ছে কেন ? আমার কয়েকটা ছেলে একটু দুস্ট। তা আমি মানি। তাতে আমার দোষ কি ? গ্রামের লোক খানার লোভে মিটিং এ বসে থেকে অবশেষে খানা খেয়ে চলে গেলো। যাবার সময় লোকে বলাবলি করছে, বেটা তোর ছেলে চোর, তুই চোরা মালে বড় লোক সাজছস, হজ না করে হাজি রুমাল মাথায় বেধে ঘুরস, তুই যদি এতই ভালো হতি তাহলে চোরা পয়সায় কি মেম্বারিতে দাড়াতি ? আর তুই যদি চোরদেরকে লালন পালন না করে শাসন করতি তাহলে তোর চোর ছেলেরা কি চুরি করতে সাহস পেতো ? তুই হলি বেটা বড় চোর আর তোর ছেলেরা হলো ছোট চোর । তোরে ইউনিয়নের মেম্বার বানালে তুই আরো বেশী চুরি করবি, তাই তোকে ভোট দেয়া যাবে না। যথা সময়ে ভোট হয়ে গেল, হাইব্যা মেম্বার হতে পারেনি। সে নাকি ভোট পেয়েছিল শুধু তার ছেলে মেয়ের ও তার বৌদের। চোরদের বাপ ভোটে হেরে যাওয়ায় চোরেরা প্রকাশ্যে ঘোষনা দেয় যে এবার তারা ডাকাতি করবে নিজেদের পাড়ায়। কেন তার বাপকে ভোট দেয়নি কেউ ??? ভোটে হারার পরে হাইব্যা পাড়ায় গ্রামে কোন বাড়িতে শালিস নালিশ হলে তাকে না ডাকলেও কেউ, সে সেখানে গিয়ে বসে থাকতো। আর সব সময় নাকি শালিশের দোষি পক্ষের দিকে কথা বলতো। আমি নিজেইতো তাকে দেখেছি, পড়ালেখা হীন এক দিন মজুর। সে কি করে মানুষের বিচার করবে ? তার বিচার করতে লাগবে পুরো পাড়ার মানুষ।

সেই সময় আমি কিছুই বুঝি নাই। আমার প্রসঙ্গে – এখন বুঝলাম, এখন তার অর্থ পরিস্কার আমার কাছে। কারন আমি নিজেই এখন চোর বাটপার এছালামী যোশ বাহীনি জন্তুর খপ্পরে। এখন আমি জন্তুদের জন্তু বললে – এটা গালাগালি হয় হাইব্যা ও হাইব্যানীদের কাছে। চোর ধর্ষক খুনি অত্যাচারী ছেলেদের পিতা হাইব্যারা হাইব্যানীরা প্রমান করতে চায় আমরা তো চোর না জন্তু না, ধর্ষক না, কিন্তু নিরবে তারা এই খুনি অত্যাচারী চোর জন্তুদের মদদ দিয়ে সুবিধা ভোগ করে বেড়ায় , ভাগ নেয়। মাথায় হাজি রুমাল বেধে নকল হাজি সাজে। নেটে ভরংবাজী করে বেড়ায়। বেজায় ভালো লোকেরা, বড্ড উন্মাদ, একটু দুস্ট জন্তু , একটু চোর, বাটপারের, জন্তুর মদদ দাতা আরকি !!! মানেটা একটু পরিস্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা নিজেরা করেনা, কিন্তু তাদের দোসরদের লালন পালন করে আরকি!!! তাদের কি দোস, তারা খুনি জন্তুদের লালন পালন করে সুবিধা নেয় এই আর কি !!! তবুও আমার মনে হয় সাধারন মানুষেরা কিন্তু এই তাদেরকে চিনতে ভুল করে না। স্বরুপে তাদের প্রকাশ ঘটে।

পৃথিবীর সবাই সুখি হোক। শান্তিতে থাকুক।

১৭/১০/২০০৩